৩৬ জুলাই, দুপুর গড়িয়ে বিকেলে–বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পতন ঘটে আওয়ামী ফ্যাসিজমের। ভীত-সন্ত্রস্ত শেখ হাসিনা তার গদিচ্যুত স্বপ্ন ভেঙে ভারতে পালায়। সারা দেশের রাজপথ তখন উত্তাল–ফ্যাসিবাদের সকল চিহ্ন মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর ছাত্র-জনতা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলকের ম্যুরালে খোদিত ছিল জীবনের শেষ অংকে বনে যাওয়া এক স্বৈরশাসকের মুখ। যার নামে, যার আদর্শকে হাতিয়ার করে তৈরি হয়েছিল ফ্যাসিবাদের দোসর, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন, সন্ত্রাসী বাহিনী।

বিপ্লবীরা সেই ম্যুরাল গুঁড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম স্বৈরশাসকের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে বিজয়ী ছাত্রসমাজ–কারণ তারা জানে, শেখ মুজিবের বিকৃত আদর্শই জন্ম দিয়েছিল আজকের লুণ্ঠন-নির্যাতনের রক্তাক্ত অধ্যায়।

সেদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গর্জে উঠেছিল এক প্রতিজ্ঞা:

'ফ্যাসিবাদের একটিও চিহ্ন বাঁচবে না–স্বাধীনতার আসল মানে আমরা ফিরিয়ে আনবো'!

৫ আগস্টের সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই রাজশাহীর বিপ্লবী জনতা দেখিয়ে দিয়েছিল- সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে, তারা বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদের দোসর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের প্রধান ঘাঁটি–রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের অফিস।

কিন্তু এই বিজয়ের মূল্য ছিল রক্তে লেখা। শতাধিক বিপ্লবী আহত হন নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বর্বর হামলায়।

সেদিনই শহীদ হন সাহসী বীর সাকিব আঞ্জুম ভাই, আর মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজশাহী মেডিকেলের বিছানায় যুদ্ধ করে ৭ আগস্ট শহীদ হন আলী রায়হান ভাই।

নিরস্ত্র মানুষের উপর আগ্নেয়াস্ত্র আর দেশীয় অস্ত্র দিয়ে চালানো সেই কাপুরুষোচিত হামলার প্রতিবাদে রাজপথে গড়ে ওঠে প্রতিশোধের আগুন।

রাজশাহীর বিপ্লবী জনতা ইতিহাসে লিখে দেয়–ফ্যাসিবাদের দোসরদের কাচের প্রাসাদ মাটিতে মিশে যাবে, কিন্তু মেধা আর ন্যায়ের জয়রথ কেউ থামাতে পারবে না!

৫ আগস্ট, তালাইমারি, রাজশাহী

“এই পতাকাটা আজ শুধু স্বাধীনতার নয়-এই পতাকা আজ ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধের ডাক।”

লাল-সবুজ কাঁধে তুলে, “এক দফা-ফ্যাসিবাদের পতন” হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নতুন প্রজন্ম। তালাইমারির রাস্তায় আর কোনো ভয় নেই, আর কোনো আপস নয়।

এটা সংলাপের সময় নয়-এটা সিদ্ধান্তের সময়।

যেদিন পুলিশ ঘেরাও করেছিল, সেদিনই রাজপথে জন্ম নিয়েছিল প্রতিরোধ।

সেই যুবক যে পতাকা ধরে আছে-সে একার নয়। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হাজারো না দেখা কণ্ঠ, হাজারো না বলা ক্ষোভ,

আর সামনে লেখা এক দফা, যেটার নাম: ফ্যাসিবাদের শেষদিন।

তালাইমারি আজ শুধুই এক স্থান নয়, এটি এক বিপ্লবের সূচনা, একটি জাগরণের গীতি।

মুখোশ উন্মোচনের দিন–রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বাসঘাতক চতুষ্টয়

ফ্যাসিবাদের থাবায় যখন রক্তাক্ত রাজপথ, তখনই শিকারির বেশে প্রবেশ করে বিশ্বাসঘাতক চার ছাত্র । একদিকে মিছিলের শ্লোগান, অন্যদিকে প্রশাসনের কানে গোপন তথ্য; এক হাতে পতাকা, আরেক হাতে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের মানচিত্র। যখন শিক্ষার্থীরা রেললাইন অবরোধে বুক পেতে দাঁড়ায়, তখন তারা ব্যস্ত থাকেন রুটিন দেখে কর্মসূচির নাটক সাজাতে। যখন হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসে গুলি আর আগুন, তখন তারা ডিজিএফআইয়ের গাড়িতে চড়ে যায় সংবাদ সম্মেলনে।

কে এই নাটকের নির্দেশক? ছাত্রলীগের প্রেসক্রিপশন আর প্রশাসনের কলম!

এই যে বিশ্বাসঘাতকতা–মুখে বিপ্লব, ভিতরে প্রতারণা;

এই যে ষড়যন্ত্র–আন্দোলনের নামে প্রশাসনিক এজেন্ডার ছায়া;

এই যে নাট্যপট–সংগ্রামের ভাষা চুরি করে রাষ্ট্রের ভাষায় সুর বাঁধা।

রাশেদ রাজন যখন নির্যাতিত হন ডিবি কার্যালয়ের অন্ধকারে, ফাহিম আর সজিব যখন পালিয়ে বাঁচেন রাষ্ট্রীয় হায়েনাদের থাবা থেকে–

তখন চারপাশে গুঞ্জন উঠে: "কারা আমাদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে দুঃস্বপ্নের বিষ?"

৮ আগস্ট শহীদ বুদ্ধিজীবী চত্বর থেকে তাদের মুখোশ খসে পড়েছে।

আজ সমস্ত ছাত্রসমাজ উচ্চারণ করে–

ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী–চিহ্নিত সেই বিশ্বাসঘাতকের নাম আমরা জানি।

এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের নায়ক নয়, তারা ইতিহাসের খলনায়ক–যাদের ছায়া দেখলেই আগাম সতর্ক হতে শিখেছে এক নতুন প্রজন্ম।

৯ আগস্ট, স্বাধীন বাংলাদেশে যখন ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে দেয় ফ্যাসিবাদের দোসরা, যখন তাদের নৃশংস গণহত্যা ও নিপীড়নের চিত্র দেয়ালে দেয়ালে অঙ্কিত হতে থাকে–ঠিক সেই সময় রাজশাহী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে এক অমর দৃশ্য রূপ নেয়। জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের তীব্র প্রতিবাদী সাহস, গুলি খাওয়ার পরেও নির্ভীক দাঁড়িয়ে থাকা সেই মুহূর্তের গ্রাফিতি আঁকেন শিল্পীরা, যেন ইতিহাসের প্রতিটি রঙে আঁকা হয় তার অসীম সাহস ও ন্যায়বিচারের জন্য যুদ্ধ।

১১ আগস্ট, রাজশাহী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের উদ্যোগে রং-তুলির নীরব ভাষায় উঠে আসে জুলাই বিপ্লবের বেদনাবিধুর ইতিহাস। শহীদদের আত্মদান, নির্যাতনের ভয়াল স্মৃতি আর গণহত্যার বাস্তবতা যেন ছড়িয়ে পড়ে ক্যানভাস জুড়ে লোকায়িত ঘটনাগুলো রূপ নেয় জীবন্ত চিত্রকল্পে। বিজয়ের উচ্ছ্বাসের ফাঁক গলে উঠে আসে কান্না, কৃতজ্ঞতা আর প্রতিরোধের গভীর প্রতিশ্রুতি।

১৭ আগস্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে যখন হাতে হাতে জ্বলছিল শত মোমবাতি–তখন শুধু আলো ছড়ায়নি, জ্বালিয়ে দিয়েছিল প্রতিবাদের আগুনও।

ভারতের কলকাতায় নারী চিকিৎসক মৌমিতার ওপর বর্বর ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই কর্মসূচি ছিল সীমান্ত পেরিয়ে দেওয়া এক বিস্ময়কর বার্তা–

"নারীর নিরাপত্তা মানচিত্রে নয়, নির্ধারিত হয় প্রতিরোধের শক্তিতে।"

ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি পেরিয়ে রাজশাহীর সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল–

এক মিনিটের নীরবতা শুধু মৌমিতার জন্য নয়, তা ছিল এক মিনিটের প্রতিজ্ঞা–

'আর কোনো মৌমিতা যেন হারিয়ে না যায়, আগুন জ্বলুক যতবার অন্যায় স্পর্শ করে নারীর শরীর'।

২২ আগস্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ফটক যেখানে জলস্রোতের প্রতিধ্বনিতে উঠে এলো একটি নতুন স্লোগান: 'এই বন্ধুত্ব নয়, এটা আধিপত্য।'

ভারতের ডম্বুর ও গজলডোবা বাঁধ খুলে আকস্মিক বন্যা সৃষ্টির প্রতিবাদে রাজপথে নামলেন রাবির সাধারণ শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বিপ্লবীরা। আয়োজন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

দুপুর ১২টা থেকে ঢাকা-রাজশাহী সড়কে প্রায় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তাঁরা জানিয়ে দিলেন:

২৪-এর ছাত্রসমাজ আর মাথা নত করে না–এই ভূখণ্ডের প্রতিটি নদী, প্রতিটি ফোঁটা পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের লড়াই শুরু হয়েছে এখান থেকেই।

সেদিন প্রতিধ্বনি উঠেছিল:

'বন্ধু না শত্রু? শত্রু; হাসিনার বন্ধু, আমাদের শত্রু।'

আর আবরারের স্মৃতিকে বুকের মাঝে জাগিয়ে–

'তুমি কে আমি কে–আবরার, আবরার!'

এই বিক্ষোভ শুধু পানি নয়–দেশের অস্তিত্ব আর মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের লড়াই ছিল।

৭ জুলাই, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের
রাজপথে
শিক্ষার্থীরা বাংলা ব্লক করে দাবি তোলে–কোটা
সংস্কার চাই।
এই ছবি সেই প্রতিবাদের এক নিঃশব্দ অথচ
বজ্রকঠিন মুহূর্ত।
যেখানে পথ অবরুদ্ধ নয়, বরং উন্মুক্ত হয়েছিল
বিবেকের।
তাদের স্লোগানে ধ্বনিত হচ্ছিল এক
নবজাগরণের স্পন্দন,
আর শাসকের গাত্রদাহ স্পষ্ট ছিল চারপাশে।
এই শান্ত অবরোধই ছিল বিপ্লবের প্রথম ধাপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রক্তাক্ত হয়েছিল ১৫ জুলাই–নারী শিক্ষার্থীদের রক্তে, কান্নায়, আর অব্যক্ত আতঙ্কে। কোটা সংস্কারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনরত মেয়েদের ওপর হামলে পড়েছিল ছাত্রলীগের সশস্ত্র বাহিনী। হেলমেট, হকিস্টিক, স্টিল পাইপে সজ্জিত এই বাহিনীর পৈশাচিকতায় আহত হয় বহু শিক্ষার্থী। ছবিতে দুই নিরীহ মেয়েকে লাঠিপেটা করছে যারা, তারা শুধু ছাত্রলীগ নয়, তারা রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী।